দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 07 JAN 2007 ...
পৃষ্ঠা - ৩ · কলাম ...

সরকারের আদেশ বাস্তবায়ন করছে না শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বিগত সরকারের নীলনকশায় জড়িত সচিব : বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কমিটিগুলো এখনো বহাল

ইনকিলাব রিপোর্ট

সুদূরপ্রসারী নীলনকশার অংশহিসেবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক বলয়ে করায়ত্ব করার ষড়যন্ত্র করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যাত্রা শুরুতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত আদেশ বাস্তবায়ন না করে বিগত রাজনৈতিক সরকারের ধারাবাহিকতা বহাল রাখা হচ্ছে। এক্ষেত্রে ডিসি এবং ইউএনওদের নির্দেশও উপেক্ষা করছেন (ডিইও) জেলা শিক্ষা অফিসাররা। শিক্ষা সচিব অজ্ঞাত কারণে বিষয়টি গুরুত্ব দিচ্ছেন না, জেনেও না জানার ভান করছেন। ক্ষেত্রবিশেষ সরকারের জারিকৃত আদেশ উপেক্ষা করে চলেছেন। জেলা শিক্ষা অফিসার এবং শিক্ষা বোর্ড সরকারের সর্বশেষ নির্দেশনা বাস্তবায়নে *৫-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন*

বাস্তবায়ন করছে না শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গড়িমসি করে সময় পার করার নীতি গ্রহণ করছেন। অথচ, সারাদেশে বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি, ডিসি, ইউএনওরা হবেন বলে গত ১৩ নভেম্বর ২০০৬ তারিখে সরকারী আদেশ জারি করেছিল। পরবর্তী আদেশ জারি না হওয়া পর্যন্ত ঐ তারিখের আগে বিদ্যালয় ও বোর্ড থেকে এর আগে নিয়োগ দেয়া সকল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে। একই সাথে পরিষ্কার নির্দেশ দেয়া হয়েছে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণই তাদের অধিনস্ত (নিয়ন্ত্রণাধীন) এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন এবং জেলা-উপজেলার এই দায়িত্বশীল নির্বাহী কর্মকর্তাকে সভাপতি করে ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদন করবে শিক্ষা বোর্ড। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় এই যে, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের ম্যানেজ করে স্থানীয় অযোগ্য লোকদের নাম সভাপতি হিসেবে বোর্ডে পাঠানো হচ্ছে রাজনৈতিক বিবেচনায়। জেলা শিক্ষা অফিসার (ডিইও) সাহেবরা সরকারের/ মন্ত্রণালয়ের আদেশ কেন কার্যকর করছেন না এমন প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারেনি নড়াইলের ডিইও। এমনকি ডিসির নির্দেশক্রমে ইউএনও সাহেবের লিখিত আদেশ অমান্য করে স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য উঠেপড়ে লাগছেন।

জেলা শিক্ষা অফিসার এবং শিক্ষা বোর্ড কন্ট্রোলারগণের সাথে আলাপ করে জানা যায়, গত ১৩ নভেম্বর ২০০৬ তারিখে জারিকৃত আদেশ অমান্য করা হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে। ডিইও সাহেবরা মন্ত্রণালয়ের এ আদেশ কেন বাস্তবায়ন করছেন না/মেনে চলছেন না তা বোধগম্য নয়। তবে সরকারের নির্দেশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃপক্ষের গড়িমসি ও সময়ক্ষেপণের বিষয়ে কোন গ্রহণযোগ্য জবাব পাওয়া যায়নি। এক্ষেত্রে শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানই মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন বলে কন্ট্রোলার সূত্র উল্লেখ করেন।

এদিকে, বিভিন্ন বিদ্যালয় ও কলেজ, জেলা শিক্ষা অফিস, শিক্ষা বোর্ডের একাধিক সূত্র জানায়, প্রধান শিক্ষকরা জেলা প্রশাসক ও ইউএনওদের এড়িয়ে ডিইওদের ম্যানেজ করছেন অসৎ উদ্দেশ্যে। এক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ উঠেছে অনেকের বিরুদ্ধে। বিষয়টি তদারকির দায়িত্ব শিক্ষা অধিদপ্তর ডিজি এবং শিক্ষা সচিবের থাকলেও অজ্ঞাত কারণে তা করা হচ্ছে না। এমনকি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং সচিবের দপ্তর থেকেও সরকারের আদেশের বাইরে নিজস্ব স্বার্থের বিবেচনায় তদবির করা হচ্ছে। সচিবের ব্যর্থতাকে দায়ী করছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শুভাকাংখী এবং দায়িত্বশীল বোর্ড কর্মকর্তারা।

সূত্র আরো জানায়, নির্বাচনে প্রিজাইডিং, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করে থাকেন এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের শিক্ষকরা। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সভাপতি পদে রাজনৈতিক স্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে নিয়োগ দানের মাধ্যমে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের পক্ষে কাজ করানোর কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে বর্তমান শিক্ষা সচিব মোঃ মোমতাজুল ইসলামের অভিপ্রায় কাজ করেছে বলে সংশ্লিষ্টরা উল্লেখ করেন। শিক্ষা সচিবকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়েই বদলী করা হয়েছিল কিন্তু রাজনৈতিক তদবিরের ফলে আবার তিনি স্বপদে থেকে যাবার সুযোগ পান। শিক্ষা অধিদপ্তর এবং ফিমেল সেকেন্ডারি প্রজেক্ট এ ডেপুটেশনে কর্মরত কতিপয় কর্মকর্তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অদৃশ্য ইঙ্গিতেই সরকারের আদেশ/নির্দেশ লংঘন করে চলেছেন। ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি পদে নিয়োগদানের সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অনিয়ম রাজনৈতিক এবং আর্থিক লাভালাভের বিবেচনার অভিযোগে শিক্ষা উপদেষ্টার দপ্তর বিস্ময় প্রকাশ করেছে। ঠিক এমনি বিস্ময় প্রকাশ করে ডিসি-ইউএনও সাহেবরা এ ব্যাপারে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষকে সরকারের সর্বশেষ নির্দেশনার দ্রুত এবং যথাযথ বাস্তবায়ন আশা করেছেন। খোদ প্রধান উপদেষ্টার অধীনে থাকা শিক্ষা সেক্টরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্দেশ বাস্তবায়িত না হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সেক্টরে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে।